সুলতানপুর মেথরপট্টির নারীরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত

বখাটেদের উৎপাত, অসচেতনতা, অর্থের অভাবে, সমাজিক অবহেলা, বয়স্ক শিক্ষা, উপবৃত্তি ও সন্নিকটে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় ফেনীর সুলতানপুরের মেথরপট্টির নারীরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হ"ছ। জীবিকার তাগিদে তারা নানা অসামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবতন এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করলে এ অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে বলে এলাকাবাসী মনে করেন।

ফেনী শহরের উত্তরে সুলতানপুর এলাকায় ৩০টি পরিবার নিয়ে মেথরপট্টি বসতি। এখানকার এক তৃতীয়াংশ নারী নিরক্ষর। মেথরপট্টির নারীরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে। একশত নারীর মধ্যে মাত্র ২ জন অক্ষরজ্ঞানসম্স্লন্ন। পুর্বে সুলতানপুর এলাকার শিক্ষাব্যবস্থা না থাকলেও বর্তমানে ২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও তিনটি ব্র্যাক বিদ্যালয় রয়েছে। বিদ্যালয়গুলোতে নারী শিশুরা এগিয়ে গেলেও কিশোরী ও বয়স্ক শিক্ষা ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। এছাড়া সুলতানপুর এলাকায় কোনো মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই বলে প্রাইমারি শেষ করেই পড়া লেখা ছাড়তে হ"ছ ।

মেথরপট্টির পিতরাজ হরিজনের কন্যা দীপালী (১৩) এ সম্স্লর্কে বলেন, আমি পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ পড়ছি। দশম শ্রেণী পর্যন্ পড়তে হলে শহর এলাকায় যেতে হবে। দীপালীর স্বপ্ন আরও লেখাপড়া করা। সে আরো জানায়, মেথর পট্টির আরো অনেক কিশোরীর স্বপ্ন পড়ালোখা করে বড় মানুষ হওয়া । কিন্তু বিদ্যালয়ের দুরত্ব, রাস্ায় বখাটের উৎপাত, সামাজিক অবজ্ঞা ইত্যাদির কারণে বড় মানুষ হওয়ার সোনালী স্বপ্ন ভেঙে গেছে।

এ সম্স্লর্কে রেশমী (১০) জানায়, তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ পড়ে সে। স্কুলে যাওয়ার জন্য ছাত্রীরা পথে টিটকারী করত। গায়ে মল মুত্রের গন্ধ বলে ওদের ঘৃণা করত। পথে পথে বখাটে যুবকরা হাসি-ঠাট্টা করত। এরপর বন্ধ হয়ে যায় রেশমীর পড়ালেখা। পেশা পরিবর্তনের আশায় রেশমী ভর্তি হয় সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। সেখানেও বখাটের উৎপাতে সেলাই কাজ শেখা বন্ধ হয়ে গেছে।

সুলতানপুর এলাকাবাসীর পক্ষের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সাহাব উদ্দিন (৩৫) জানান, এখানে মেথরপট্টি স্থানান্রিত হয়ে আসায় এলাকার সামাজিক সুনাম নষ্ট, মর্যাদা নষ্ট হয়ে গেছে। ছেলেমেয়ে বিয়ের প্রস্াব দিলে অন্য এলাকার মানুষ এলাকাকে ঘৃণা করে। এছাড়া সমাজের গরিব শ্রেণীর নারীরা সুইপারদের সাথে জড়িয়ে বিভিন্ন অসামাজিক কাজে লিপ্ত হ"ছ। তিনি আরো জানান, শুধু মেথরপট্টি শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসর তা ঠিক নয় পুরো সুলতানপুর এলাকা শিক্ষার দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। ফলে বাড়ছে অসামাজিক কার্যকলাপ ও বখাটের উৎপাত।

মেথরপট্টির নারীরা কর্মহীন। পরিবারের বোঝাস্বরূপ। সংখ্যায় অত্যন্ কম কয়েক জন নারী পৌরসভায় পরি"ছন্ন কর্মী হিসেবে নিয়োজিত। বাকি নারীরা মেথরপট্টিতে বেকার সময় কাটান। এ সম্স্লর্কে মিতা পুরিজন (৪০) বলেন, গুটি কয়জন নারী মেথর পৌরসভায় চাকরি করেন। তারা ভোর ৫টা থেকে ১০টা পর্যন্ কাজ করে বেতন পান মাত্র পনের'শ টাকা। মেথরপট্টির বৃদ্ধ ও মধ্যবয়সী নারীরা স্বাক্ষর জানে না। বয়স্ক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু না থাকায় নারীরা কর্মহীন হয়ে পড়ছেন। সামাজিকভাবে মেথরপট্টির মানুষ সমমর্যাদা পায় না বলে মেথরপট্টির নারীদের অভিযোগ। সুলতানপুর এলাকার সমাজের অন্যান্য এলাকাবাসীর অভিযোগ, এখানে কর্মহীন নারীরা বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। সারাদিন ওরা মদ তৈরিতে ব্যস্ থাকে।

মদের পাশাপাশি গাঁজাসহ এ জাতীয় অন্যান্য দ্রব্যের ছড়াছড়ি এ পাড়ায়। ফলে বখাটের উৎপাত, জুয়া, বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ বেড়ে চলেছে। অন্য এলাকার বখাটে যুবকরা এখানে ভিড় জমায়। বখাটেরা রাস্ঘাট পাড়ার গলিতে ওঁত পেতে বসে থাকায় মেয়েরা অবাধে চলাফেরা, বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার সময় বিভিন্ন কটুক্তি, অশালীন আচরণের সম্মুখীন হয়। প্রতিবাদ করলে হুমকী-ধমকীসহ নির্যাতনের শিকার হতে হয়।

এ সম্পর্কে শেখ আহম্মদ(৭০) জানান, মেথরপট্টির মদ তৈরির কারখানায় গাজা বিক্রি হয়। ফলে এলাকার যুবকরা নেশায় জড়িয়ে পড়ছে। এখানকার কর্মহীন নারীরা মদ খেয়ে অর্ধনগ্ন চলাফেরা করে। ফলে অবৈধ কার্যকলাপ বেড়ে চলেছে। এদিকে শিলা হরিজনের (৫৫) মন্তব্য হলো, পড়ালেখা করার জন্য যে পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা দেয়া প্রয়োজন সরকার তা দি"ছ না। তিনি জানান আমি পড়ালেখা করিনি। এখন শিখতে চাই কিন্তু সরকার বয়স্কদের জন্য কোনো রকম ব্যবস্থা করেন নাই।

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, উপবৃত্তির ব্যবস্থা, সন্নিকটে মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন, বখাটেদের বির"দ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে শিক্ষা অর্জন করে সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে মেথরপট্টি এলাকার নারীরা, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

রিপোর্টটি তৈরি করেছেন : সৌরভ পাটওয়ারী, মহিম উদ্দিন পৃথিবী, এস এম ইউসুফ আলী ও রাজীয়া ইসলাম লাবণী